...এভাবেই প্রশাসনিক ভবনের সামনে পড়ে রয়েছে। নিজস্ব চিত্র

# নদীয়ার ৩৪টি ফেরিঘাটের উন্নয়নে ৩ কোটি ৪০লক্ষ টাকা বরাদ্দ

**বিএনএ, কৃষ্ণনগর:** নদীয়া জেলায় ৩৪টি ফেরিঘাটের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ৩ কোটি ৪০লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা এসে গিয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকায় প্রতিটি ঘাটে আলো, লাইফ জ্যাকেট, সিসিটিভি, পানীয় জল, ট্রাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে। বুধবার জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে কৃষ্ণনগর ও তেহট্ট মহকুমার ঘাট পরিচালনার বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের ২৫টি নিয়মাবলী মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা। নিয়মাবলী অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নদীয়া জেলায় চারটি মহকুমায় মোট ফেরিঘাট রয়েছে ১১৮টি। এর মধ্যে ৩৪টি ঘাট গুরুত্বপূর্ণ। ওই ঘাটগুলির সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নজর দিয়েছে প্রশাসন। প্রথমে ছ'টি ঘাটের জন্য ১০ লক্ষ করে টাকা এসেছিল। সম্প্রতি আরও ২৮টি ঘাটের জন্য ১০ লক্ষ করে টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। প্রথম কিস্তির পাঁচলক্ষ টাকা করে এসে গিয়েছে।

জেলা প্রশাসনিক কর্তারা জানান, বরাদ্দকৃত ওই টাকা প্রতিটি ঘাটে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে সোলার প্রজেক্ট ব্যবহার করা হবে। আলো, ট্রাফিক ব্যবস্থা, লাইফ জ্যাকেট, সিসিটিভি, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, ফেরিঘাট কর্মীদের ইউনিফর্ম, পরিচয়পত্র, পানীয় জল সহ সার্বিক উন্নয়ন হবে ঘাটগুলির। শান্তিপুরের নৃসিংহপুরঘাট, গুপ্তিপাড়া, কালীগঞ্জের দুর্লভপুর, চাপড়ার ফাজিলনগর সহ ৩৪টি ঘাটের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে।

বুধবার জেলার দুই মহকুমা কৃষ্ণনগর ও তেহট্ট এলাকার ঘাটগুলির বরাতপ্রাপ্ত ঠিকেদারদের নিয়ে বৈঠক করে জেলা প্রশাসন। আজ, বৃহস্পতিবার রানাঘাট ও শান্তিপুর দুই মহকুমার ঠিকাদারদের নিয়ে বৈঠক হবে। এদিন বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) প্রিয়ংকা সিংলা, জেলার পুলিশ সুপার শিশরাম ঝাঝোরিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(কল্যাণী) স্বাতী ভাঙ্কালিয়া সহ অন্যান্য কর্তারা। বৈঠকে ঠিকাদারদের হাতে ২৫টি নির্দেশিকা সম্বলিত একটি কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিনের বৈঠকে ঘাটের ঠিকাদাররা একাধিক প্রতিকূলতার কথাও তুলেছেন। তেহট্ট- চকবিহারী ঘাটের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার গঙ্গা চৌধুরি বলেন, ফেরিঘাটে যাতায়াতকারী যাত্রীরা টাকা দিতে চান না। এর ফলে প্রতিমাসে লোকসানে চলতে হয়। তেহট্টের কৃষ্ণচন্দ্রপুর-নতিপোতা ঘাটের ঠিকাদার উত্তম পাত্র বলেন, ঘাটের রাস্তা ভেঙে পড়েছে। এতে যাত্রীরা যাতায়াতে খুবই অসুবিধায় পড়েন। যানবাহন নিয়ে যাতায়াত করতে পারেন না। জেলার প্রশাসনিক কর্তারা জানান, ঘাটের ঠিকাদাররা যেসব অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে। জেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০জন ডুবুরি রয়েছেন। তাঁদের ইউনিফর্ম দেওয়া হবে। তাঁরা বিভিন্ন ঘাটে প্রস্তুত থাকবেন। জেলার যেসব ঘাটে এখনও বাঁশের জেটি রয়েছে, সেগুলি ধীরে ধীরে লোহার করা হবে। মায়াপুরের হুলোর ঘাটে ও নবদ্বীপের বড়ালঘাটে আরও একটি করে লোহার জেটি বসবে।

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, প্রথম ধাপে ছ'টি ঘাটের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে এসেছিল। আরও ২৮টি ঘাটের জন্য ১০ লক্ষ করে বরাদ্দ হয়েছে। ২৮টির জন্য ৫লক্ষ টাকা করে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। ওই টাকা দিয়ে ৩৪টি ঘাটের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে।

Bartaman, 20.05.17, Burdwan

পৃষ্ঠা-১৭

বর্তমান 20 মে 2017